মেহেরপুরের তিন মাদ্রাসা ছাত্রী উদ্ধার; গ্রেফতার ৩

গাংনী উপজেলার বামন্দী দাখিল মাদ্রাসার উধাও হওয়া তিন ছাত্রীকে ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। সেই সাথে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন,আব্দুল হান্নান, রুমান আলী ও আলমগীর হোসেন।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানী ঢাকার বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের বাড়ি বিভিন্ন জেলায়। তারা ঢাকায় শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলো।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতার্ মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গত রোববার (২৮মে) গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর গ্রামের বানারুল ইসলামের মেয়ে ও বামন্দী দাখিল মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী স্বপ্না খাতুন (১৪), একই গ্রামের সাইদুল ইসলামের মেয়ে ও একই মাদরাসার নবম শ্রেণির ছাত্রী সূবর্ণা খাতুন (১৫) এবং জামরুল ইসলামের মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া খাতুনকে (১৫) বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে তাদের অভিভাবকরা গাংনী থানায় এসে সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। ওই তিন ছাত্রী একই সঙ্গে প্রতিদিন মাদ্রাসায় যাওয়া—আসা করতো। গ্রামের মানুষ অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান পাননি

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই ইসরাফিল বলেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিন মাদ্রাসা ছাত্রী উদ্ধার ও তিন জনকে ঢাকার বিভিণ্ণ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রেম সংক্রান্ত ঘটনার কারনে না অন্য কোনো কারণে ওই মাদ্রাসা ছাত্রীরা ঢাকায় গিয়েছিলো। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন, সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যারাত থেকে আজ মঙ্গলবার (৩০ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়।

আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতা আটক/৬টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় অভিযান চালিয়ে জেলা ছাত্রদল নেতা নাহিদ মাহবুব সানি (৩০) ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা তারেক হোসেন ওরফে কালুকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে ৬ টি ককটেল উদ্ধার করেছে বলে দাবী পুলিশের।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে শহরের শেখপাড়ার একটি পরিত্যক্ত চায়ের

দোকানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে সদর থানা পুলিশ।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ৪ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখপাড়া এলাকার মোতালেব হোসেনের ছেলে মো: তারেক হোসেন ওরফে কালু ও শহরের বড়বাজার এলাকার মৃত সাইদ মাহবুব জামানের ছেলে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি।

পুলিশ জানায়, ঘটনার সময় শেখপাড়া পরিত্যাক্ত একটি চায়ের দোকানের সামনে বিএনপির ১০থেকে ১২ জন লোক নাশকতার উদ্দ্শে্যে সরকার বিরোধী মিটিং করছিল। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) কেএম রেজাউল করিমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ককটেলগুলো ফেলে রেখে সবাই পালিয়ে গেলেও দুই জন আটক হন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, নাশকতার অভিযোগে সন্ত্রাস দমণ আইনে ৬ জন এজাহার নামীয় ও অজ্ঞাত ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, মিথ্যা ও সাজানো মামলায় বিরোধীদের দমন পিড়নে ব্যস্ত পুলিশ। এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েঅনতিবিলম্বে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন তিনি।

মেহেরপুরে চেক জালিয়াতিসহ বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার-৩

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে চেক জালিয়াতি মামলার

আসামি গোপালপুর গ্রামের হাসান রাজার ছেলে হাসান কবীর (৩৫) কে গ্রেফতার করেন। অপর দিকে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ জন পলাতক আসামি গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের একাধিক টিম আজ বুধবার (২৪ মে) ভোররাত পর্যন্ত পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৪ মে) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৫

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এসময় মামলা রজু হয়েছে ৫ টি। এসব মামলার মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে ৩ টি।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৪ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১ আসামি।
সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন রয়েছে।
পুলিশের একটি সোর্স এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী ও মুজিবনগরে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি রয়েছে।
শনিবার দিনগত রাতের আজ রবিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ডাকাতির ঘটনায় ২ ডাকাত গ্রেফতার

গাংনীতে ব্যবসায়ীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ও নগদ টাকা ডাকাতি করার মামলায় ২ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। আজ শনিবার (২০ মে) সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার সময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গাংনী উপজেলার কাথুলি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুই ডাকাতকে গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের কাবরান আলীর

ছেলে মো: বেল্টু (৩৫) ও একই গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার ইসমাইল হোসেনের ছেলে মো: খোকন ওরফে বুদু(৪৫)।
ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে সাড়ে ৮ টার দিকে মাসে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি-পুড়াপাড়া রাস্তার হোগলডাঙ্গা এলাকায় গাংনী শহরের ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেন ওরফে সবুজকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ও নগদ টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এঘটনায় ৩৯৫/৩৯৭ প্যানাল কোড এর ধারায় গাংনী থানায় দায়ের করা মামলা নং ৮, তারিখ ৯/৪/২৩ ইং। ঘটনার কয়েক দিন পর এই ডাকাতির সাথে যুক্ত গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের দুলাল হোসেন, সুরজ আলী, কাজিপুর গ্রামের নাসির উদ্দীন ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের রবিউল ইসলামকে গ্রেফতার ও মোটরসাইকেল, মোবাইল উদ্ধার করা হয়। এই ডাকাতির ঘটনায় এখনো ৩ আসামি গ্রেফতার হবে বলে জানিয়েছেন ওসি আব্দুর রাজ্জাক।
গ্রেফতারকৃতদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছেন।
আগামিকাল রবিবার (২১ মে) সকালের দিকে আদালতে নেয়া হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্তসহ গ্রেফতার-৪

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে একজন সাজাপ্রাপ্তসহ ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ১, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১, সিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১ আসামি রয়েছে।

সিআর ৩৫০/১৩ নং মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি হলেন, মেহেরপুর শহরের থানাপাড়া এলাকার লিয়াকত আলীর ছেলে তোহিদুল ইসলাম (৫০)। সদর থানার এএসআই আবুল বাশার সঙ্গীয়ফোর্স নিয়ে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তোহিদুলকে গ্রেফতার করেন।

গতকাল বুধবার (১৭ মে) দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□ (□□ □□) □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□-□

□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□